কে হায় হৃদয় খুঁড়ে

ভজন সরকার

(১৭)

এ দিকে আমাদের গ্রামের প্রায় সব বাড়িই ভয়াবহ এক সাম্পদায়িক দাঙ্গার আশঙ্কায় শঙ্কিত । বিশেষত , পূর্ব আর মধ্যপাড়া থেকে নারী আর শিশুদের বাড়ি থেকে সরিয়ে একটু দূরে পশ্চিম পাড়ায় পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছে সবাই । কেন না, যে কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মানুষ খুনের চেয়ে নারী আর শিশুদের উপর অত্যাচারই হয়ে থাকে বেশী । ধর্মীয় কিংবা গোষ্ঠিগত কারণে দাঙ্গার সূত্রপাত হলেও পরে সেটা নারী ধর্ষণ আর শিশুদের পুড়িয়ে মারার মত ভয়াবহ সব কর্মকান্ডে বিস্তৃত হয় । তারপর চলে লুট-পাট আর সবশেষে বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দেয়া । এক তুচ্ছকারনে বংশ পরম্পরায় পাশাপাশি বাস করে আসা দু'টো সম্প্রদায়ের মানুষ যেনো মুহূর্তেই অচেনা হয়ে উঠেছে। এক প্রবল অবিশ্বাস আর আক্রোশে বুদ হয়ে থাকা হিংসার স্ফুলিঙ্গ যেনো যে কোন মুহূর্তেই প্রলয়ঙ্করী দাপটে আছড়ে পড়বে পরস্পরের উপর ।

সময় গড়িয়ে যতই অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে ,এলাকা জুড়ে ততই ছড়িয়ে পড়ছে চাপা উত্তেজনা । তিন ঘর মুসলমান বাড়িতে তখন প্রায় কয়েক শত মানুষ জড়ো হয়েছে মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে। চাপা কানাকানি ভেসে আসছে ওপাড়া থেকে । মাঝখানের প্রায় বিঘে দেড়েক আয়তনের জলাশয় দুই সম্প্রদায়ের হানাহানির মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে । হিন্দু পাড়াতেও যে প্রস্তুতি নেই তা নয় । আসন্ন আক্রমনের হাত থেকে রক্ষা পেতে গ্রামের প্রায় জনা তিরিশেক সাহসি মানুষ প্রস্তুত হচ্ছে । অন্তত বিনা বাধায় যেনো আক্রান্ত না হয় সে প্রস্তুতি । আমাদের বাড়িতে যে বারেক মিয়া কাজ করে প্রায় এক দশক থেকে, তার নেতৃত্বেই মূলত এই প্রতিরোধের আয়োজন । বারেক মিয়ার কাছে তখন তার নিজ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের চেয়ে বিধর্মী হিন্দু গৃহকর্তাকে রক্ষা করার কর্তব্যই প্রবল ।

ইতিমধ্যে আমার বাবাসহ তার বন্ধুরা চলে এসেছেন গ্রামে ,সাথে এলাকার আরও প্রভাবশালী প্রগতিশীল মানুষ । যে কোন প্রকারেই থামাতে হবে এই হিংসের দাবানল । শলা -পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত হ'লো আক্রমন-উদ্যোত মানুষদের সাথে আলোচনা করা হবে , রাতের অন্ধকারে যেনো কেউ ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে না পারে । অন্তত রাতটুকু পার করে দিতে পারলেই পরের দিন এলাকাভিত্তিক এর একটা সমাধান করা যাবেই । সেই মতো পাশের গ্রামের অন্য এক মুসলমানকে দিয়ে পুকুরের এপাড় থেকে সবাইকে বাড়ি চলে যেতে বলা হোলো । আরেক জন মুসলমানকে দিয়ে বলানোর উদ্দেশ্যে এই যে , অন্য গ্রামের মুসলমান প্রতিবেশীরাও এ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত এটা বুঝানো ।

অন্য অঞ্চলের কথা জানি না, আমাদের এলাকাতে কারো সাথে কথা বলেই বোঝা যায় সে হিন্দু না, মুসলমান । কারণ, বিশেষ বিশেষ শব্দের উচ্চারণ আর বাচন ভংগী হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানদের সম্পূর্ণ আলাদা।

পানি আর জলের মতো আরো কিছু শব্দ-ব্যবহারের ভিন্নতাতো আছেই । হিন্দুরা 'স'-কে 'হ' বলে ; যেমন সকাল -কে হকাল ,'সবাই' -কে 'হবাই'। আবার মুসলমানরা 'র' -কে 'ন' বলে; যেমন 'রাত'-কে 'নাত', 'রক্ত'-কে 'নক্ত', রবিবার-কে 'নবিবার' । আবার কিছু কিছু শব্দের উচ্চারণেও ভিন্নতা আছে - যেটা সুক্ষ্নভাবে খেয়াল না করলে বোঝার উপায় নেই । যেমন, কারো নাম অনিল কিংবা পুলিন ; হিন্দুরা উচ্চারণ করবে অলিন, পুনিল । মুসলমানরা আবার 'ল' কে 'ন' ; যেমন লক্ষ্নন-কে নক্ষ্নন। আরও কিছু শব্দ যে গুলোর উচ্চারণও সম্পূর্ণ আলাদা। যেমন মুসলমান জনগোষ্ঠী সব সময়ে 'কলা'-কে ' কেলা', ' কম'-কে 'কোম' ইত্যাদি । আমাদের হাইস্কুলের হেড মাস্টার কমরেড আবদুল হাকিম স্যার সব সময়ে আক্ষেপ করে বলতেন ,

'' যতই শিক্ষিত হোক মুসলমানের পোলা
বলবেই - নাত নবিবার নক্ত আর কেলা । ''

এই প্রসংগে আমাদের পাশের গ্রামের এক যাত্রা পালার কথা বলা যায় । প্রায় শত ভাগ মুসলমান বসতির গ্রামটিতে যাত্রা থিয়েটার লেগেই থাকতো । একবার মঞ্চস্থ হচ্ছে রামায়নের '' সীতার বনবাস '' । রামের চরিত্রে অভিনয় করতেন যিনি -আমার এক বন্ধুর বড় ভাই- কাদের ভাই, অসম্ভব শক্তিমান অভিনেতা। যেমন দশাসই চেহারা, তেমনি আবেগ আর অভিব্যক্তিকে অপূর্ব ভাবে ফুটিয়ে তুলতে সুন্দর ভাবে চরিত্রের ভেতর মিশে যাবার আর্শ্চয ক্ষমতা । কিন্তু যেটা অসুবিধে, সেই উচ্চারণের মুদ্রাদোষ । কিছুতেই রাবণ উচ্চারণ হয় না, শত রিহার্সেল শেষেও উচ্চারণ করেন 'নাবণ' । যা হোক শেষ মেষ সিদ্ধান্ত হোলো স্কিপ্ট রিডার যাকে প্রোমোটার বলা হোতো, তার হাতে বড় করে লেখা থাকবে- 'নাবণ' না, 'রাবণ ' । যত বার রাবণ শব্দটা আসবে ততবার হাতে লেখা প্ল্যাকার্ড উঁচু করে ধরবেন । যাত্রা মঞ্চস্থ হচ্ছে। রাবণ সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে । সীতা অপহরণের সংবাদে বিষন্ন রাম লক্ষ্নকে বলছে,

'' ওরে নক্ষ্নন -একি সংবাদ হুনালে আমারে ,
নিয়ে গ্যাছে আমার সীতারে নাবণ ।
শরীলে আছে নক্ত এহনো, কোম (কম) নাই শক্তি ।
প্রাণাধিক সীতারে উদ্ধার করে তবেই দেবো বুঝায়ে নাবণেরে,
অয্যোধাপতি নামের (রামের)
নাজত্ব(রাজত্ব) হারায়েও বীর্য্য কোমে (কমে) নাই ।''

প্রোমোটার হাতের প্ল্যাকার্ড আরও উঁচু করে ধরে আছেন । রামরূপী কাদের ভাই প্রোমোটার চন্দন দত্তের দিকে তাকিয়ে বলে যাচ্ছে,

'' চন্দন দা, , হাতের পোস্টার আগে দেখি নাই ।
নাম (রাম) তাই রাবণ -কে বলেছে নাবণ ,
এতে কোনো ক্ষতি নাই । ''

কয়েক হাজার দর্শক একে যাত্রার সংলাপ মনে করেই রামের সাবলিল অভিনয়ে হাত তালিতে মুখর করে তুলেছে যাত্রার আসর ।

(চলবে)

।। এপ্রিল ২০,২০০৮ । নায়েগ্রা ফলস, কানাডা ।।
sarkerbk@yahoo.com